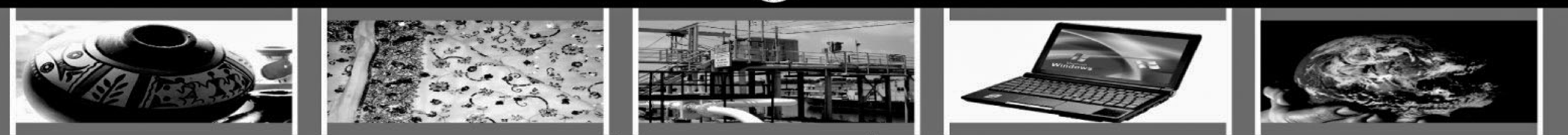

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস
২৬ এপ্রিল ২০১১
World Intellectual Property Day
26 April 2011

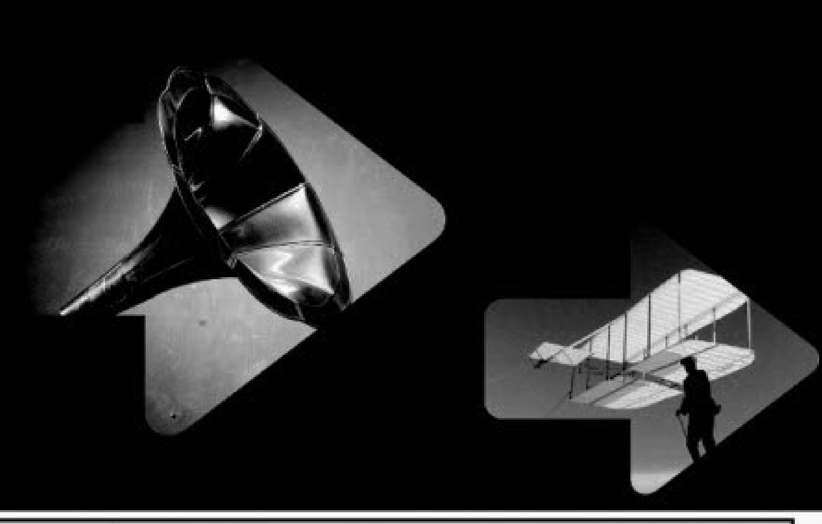

DESIGNING THE FUTURE

Department of Patents, Designs and Trademarks
Ministry of Industries

Copyright Office, Ministry of Cultural Affairs

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI)

Intellectual Property Association of Bangladesh (IPAB)

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪১৮
২৬ এপ্রিল ২০১১

বাণী

প্রতিবারের ন্যায় **WIPO** এর সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীসহ সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কাজের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানাই।

মেধাসম্পদ তৈরি, সংরক্ষণ এবং এর বিকাশের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারলে মেধাসম্পদের প্রকৃত প্রয়োগ নিশ্চিত করা যাবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হলেও আমাদের প্রচুর মেধাবী ও গুণী ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁদের মেধাসম্পদ, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে আমরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারি। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য **'Designing the Future'** এ প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের মেধাসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১১ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

দিলীপ বড়ুয়া
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১১" উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ধারবাহিকভাবে এগারো বছর দিবসটির উদ্‌যাপন বাংলাদেশের মেধাসম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ এবং যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে চলেছে।

২০১১ সাল নাগাদ শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য দেশের মেধাসম্পদের যথাযথ বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এর পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মেধা সম্পদের কার্যকর প্রয়োগ জরুরি। জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য টেকসই ও নিরাপদ অর্থনীতি নিশ্চিত করা সম্ভব। আমি এ ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেক বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ ও শিল্প উদ্যোক্তাকে জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

মেধাসম্পদ বিষয়ে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের মেধাসম্পদের উত্তরোত্তর উন্নয়ন, সৃজনশীলতা ও মৌলিকত্বকে আরও আস্থাশীল করবে। আন্তর্জাতিক মেধা সম্পদ সংস্থা **(WIPO)** নির্ধারিত দিবসটিতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **'Designing the Future'** অনেকটাই মহাজোট সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর সাথে সংগতিপূর্ণ। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমাদেরকে শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমি দীর্ঘ মেয়াদে সরকারের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে একটি সমন্বিত মেধাসম্পদ অফিস গড়ে তোলার প্রচেষ্টা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

জনসাধারণের মাঝে মেধাসম্পদ বিষয়ক উপলব্ধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাক-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

দিলীপ বড়ুয়া

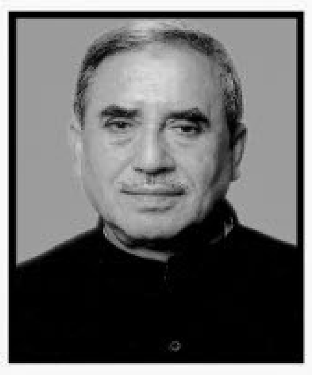

আবুল কালাম আজাদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ১১তম বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **'Designing the Future'** যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

তরুণ প্রজন্মের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে সৃষ্টিশীল কাজকে উৎসাহিত করতে হবে। সৃজনশীলতা বা সৃষ্টি কর্মের উপর সৃজনকারীর অধিকার সহজাত। নিজের সৃষ্টির ফল যেন অন্যের নামে না যায় সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমি আশা করি, আয়োজকসহ সংশ্লিষ্টরা মেধাসম্পদ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা এবং এর বিকাশ ও প্রয়োগে জনমত সৃষ্টিতে কার্যকরি পদক্ষেপ নিবে।

আমি ১১তম বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল কালাম আজাদ

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এফবিসিসিআই কে সঙ্গে নিয়ে প্রতি বছরের মত এবারও ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনের ব্যাপক কর্মসূচি নেয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার প্রতি মানুষকে উৎসাহী করে তোলা এ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। মেধাসম্পদের প্রকাশমান মৌলিকত্ব সংরক্ষণ এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। **WIPO** এর সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের মেধাসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রয়োগের উপর বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে মেধাসম্পদ এর বিকাশ এবং যথোপযুক্ত প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **'Designing the Future'** যথেষ্ট সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

চিন্তা ও মননের সৃজনশীল বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণায় মৌলিকত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি ও প্রসার, শিল্পায়নে অগ্রগতি তথা দেশের সার্বিক স্বার্থে মেধাসম্পদ এর ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আইন ও বিধি সমূহের দ্রুত প্রণয়ন এবং সেগুলোর কার্যকর একান্ত অপরিহার্য। **IPR Project** -এর অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের **Automation** কার্যক্রমসহ মেধাসম্পদ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধি'র আধুনিকীকরণ বর্তমানে চলমান। মেধাসম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত মেধাসম্পদ অফিস অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে, এটা আমার প্রত্যাশা। বিগত এগারো বছর ধারাবাহিকভাবে দিবসটির সফল উদ্‌যাপন জনসাধারনের মাঝে মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অনেকাংশে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করি।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী

DPDT- The Leading Role Player in Promoting and Protecting Industrial Properties in Bangladesh.

Intellectual Property (IP), now-a-days, is an important tool of technological, economic and social development all around the world. The industrialized countries of the universe have already realized the fact that how much effective contribution IP can provide in order to make their business profitable as well as sustainable. IP is the creation of human mind except which national development of a country will stand far away from its desired level. Therefore, more and more emphasize should be given on developing and protecting the IP in order to fulfill 'Vision-2021' of the Government of the People's Republic of Bangladesh.

As a member of Least Developed Countries (LDC's), Bangladesh should focus on developing IP so that we can get the optimum benefit of our own acquired resources, heritages, traditional knowledge, folklore, biodiversity, traditional products even our traditional cultural expressions. From the very beginning, Patents office, the Trademarks registry and the copyright offices were working separately but from 20.03.2004 the Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT) launched its journey as an integrated department working on patents, designs and trademarks under the Ministry of Industries and whereas, the copyright office is working separately under the Ministry of Cultural Affairs. DPDT is granting patents for the new invention and innovation under the Patents and Designs Act of 1911 and on the other hand, industrial designs are also protected under the Patents and Designs Act,1 911.

In addition, DPDT also provides trademarks registration certificate including service marks under the Trademarks Act of 2009. And copyrights are protected for original intellectual work of literature, art, music, software etc. under the Copyrights Act of 2000 (Amended in 2005).

Since inception, DPDT is carrying out its function under four wings each headed by a Deputy Registrar whereas; the Registrar is the departmental head. The wings of DPDT are as follows:-

i. Patents and Designs wing. ii. Trademarks wing. iii. WTO and International Affairs wing. iv. Administration and Finance wing

Apart from the above, it has nine section each of which is headed by an Assistant Registrar. Though the manpower of the department is not sufficient to carry out the huge tasks of the above four wings, the existing staffs are trying their best to make it a standard one as it is the sole public organization in the administration of IP in Bangladesh except copyright.

The present government is determined to achieve its target of building up a digital Bangladesh within 2021. With a view to fulfill its target, it has given more emphasize on protection of intellectual property and its proper utilization. The Government is committed to update the IP related existing laws, rules, regulations to make these TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) compliant and with a view to this end, some remarkable steps have so far been taken by the present government. Like other IP offices of different countries of the world, the government is devoted to refurbish the department and hopeful to build up it as a department having international standard. The policy makers are very much concerned regarding the fact that in order to encourage innovation and enforcement of IP rights, Bangladesh needs to develop its own infrastructure and strengthen its financial and administrative capacities. To make DPDT automated, data capturing is in progress and this is to be noted that the inception of automation function is undoubtedly the biggest step of the government to build up a modern IP administration system in Bangladesh. Moreover, it is under process of the government to establish an integrated national IP office within the very short period of time. So, we are very much hopeful that with up-gradation of this office to world-class standard, we shall be in a position to serve our level best to achieve the goal of finding ourselves among the Mid Level Income group countries by 2021.

A. K. Azad
PRESIDENT
FBCCI

প্রতিবছরের মতো বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১১ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর অন্যান্যবারের মত এবারও দিনটি প্রতিপালনের জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে-সেজন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মেধাসম্পদ সৃষ্টি, আহরন, তার বিকাশ ও বিপণন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে মেধাসম্পদ বিষয়ে সকল মহলের সচেতনতা অপরিহার্য। তবে শুধু সচেতন হলেই চলবে না আমাদেরকে বাস্তবিক অর্থে মেধাসম্পদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রসার ও তার ভিত্তি শক্তিশালী করতে হবে। মেধাসম্পদ বিষয়টি যদিও অনেকের কাছে জটিল বিষয় কিন্তু এ যুগে এ বিষয়ে সকল মহলের জ্ঞান আহরনের বিকল্প নেই।

এ বছরের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **'Designing the Future'** এ বিষয়টি অত্যন্ত অর্থবহ। আমি আশা করি আমাদের কর্মকান্ড শুধু এ দিবসটি প্রতিপালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের মেধাসম্পদের ভবিষ্যতের বিভিন্ন অসমাপ্ত অথচ অপরিহার্য কাজ যাতে প্রকৃতই বাস্তবতায় রূপ নেয় সে দিকে সচেষ্ট হতে হবে।

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর পক্ষ থেকে আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১১ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

এ.কে. আজাদ
সভাপতি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪১৮
২৬ এপ্রিল ২০১১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল ২০১১ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান বিশ্বে উদ্ভাবন ও সৃজনশীল পরিবেশ তৈরিতে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বর্তমান সরকার মেধাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা রূপকল্প ২০১১ বাস্তবায়ন করছি। আমি মনে করি এজন্য জ্ঞান ও মেধা চর্চার মাধ্যমে মেধাসম্পদের বিকাশ এবং এর যথাযথ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১১ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

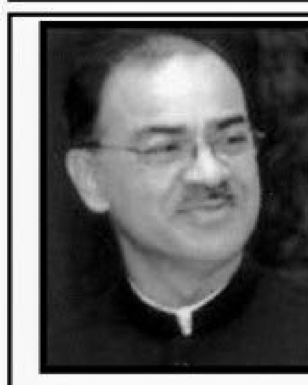

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

'Designing the Future' -এ লক্ষ্যকে ধারণ করে ২৬ এপ্রিল, ২০১১ বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে ১১তম বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূল শক্তি হচ্ছে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অংশীদার হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। সে দিক থেকে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **'Designing the Future'** অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। মেধাসম্পদ শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সমৃদ্ধশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সে কারণে এর সৃজন, সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। বিশ্বের বহু দেশের জাতীয় আয়ের বড় অংশ আসে মেধাসম্পদ থেকে। উন্নত দেশগুলো এখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের পর ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আসবে মেধাসম্পদ থেকে। যদি সৃজনশীলতার পূর্বশর্ত হয় কল্পনা, তবে প্রকৃতিগত ভাবে আমরা সৃজনশীল জাতি হওয়ার পূর্বশর্ত পালন করছি। দেশের সৃজনশীল মানুষ তাঁর প্রাণের পরশ ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে করছে নানান সব সৃষ্টি। এই সৃজনশীলতাকে মূল্য দিতে না পারলে আমরা অর্থনীতিতে নতুন কোন মাত্রা যোগ করতে পারব না। মেধাসম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে এই মেধাসম্পদ দিবসের প্রয়াস।

মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপন এদেশের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে মেধাসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে সহযোগিতা করবে এবং বিজ্ঞানী, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, সাহিত্যিকদের মেধাসম্পদ সৃজনে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি এ দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি)

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
প্রতিমন্ত্রী
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১১ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনের একাদশ বছর পূর্তিতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Designing the Future' অত্যন্ত অর্থবহ। আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে মেধাসম্পদের বিকাশ ও এর যথাযথ প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে চাইলে, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে হলে তরুণ প্রজন্মকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই তারা নিজেদেরকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে। বিজ্ঞান চর্চার প্রসার মেধাসম্পদ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে, আর মেধা সম্পদ সুরক্ষা নতুন মেধা সম্পদ সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করবে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য সরকারের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং এফবিসিসিআই যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করছি।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১১ এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(স্থপতি ইয়াফেস ওসমান)

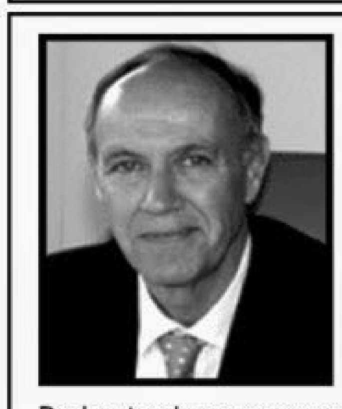

DG
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Message

Design touches every aspect of human creativity. It shapes the things we appreciate from traditional crafts to consumer electronics; from buildings and bicycles to fashion and furniture. Design has been called "intelligence made visible".

Design is where form meets function. It determines the look and feel of the products we use each day – from everyday household items to the latest tablet computers. Design marries the practical with the pleasing. It brings style to innovation.

This year's World Intellectual Property Day celebrates the role of design in the market-place, in society and in shaping the innovations of the future.

Originally referred to as "art in industry", industrial design provides the means to differentiate between mass-produced objects, drawing us to one product rather than another, making one brand more successful than another. Behind every new design is a desire to break new ground, to improve and to enhance consumer experience. Good design makes products easier, more comfortable and safer to use.

With today's increasing emphasis on ecologically sound living, "designing out waste" is now an aspiration shared by many creators. Sustainable design processes can help lower production costs and reduce environmental impact. The designs of the future will necessarily be green, and the intellectual property system will encourage designers to produce them, by helping to protect original designs against unauthorized copying and imitation.

In international markets, companies need to be able to protect their designs quickly and cost-effectively in several countries. WIPO's Hague System for the International Registration of Industrial Designs - which simplifies that process - saw a 30 percent increase in international applications last year.

On World Intellectual Property Day 2011 WIPO joins governments, organizations, schools and enterprises around the world in celebrating the designers today, who are designing the future.

Francis Gurry

Courtesy :
Microsoft Bangladesh
Protect Your IP Rights
Use licensed software. Help our software industry.
Intellectual Property Association Bangladesh
BRITISH AMERICAN TOBACCO
BANGLADESH
SUCCESS AND RESPONSIBILITY GO TOGETHER